কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৭ JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সেই ২৭৩ শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও বৈধ করার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অবৈধভাবে এমপিওভুক্তির দায়ে বাতিল হওয়া ২৭৩ শিক্ষক-কর্মচারীর সেই এমপিওকে বৈধতা দেওয়ার পাঁয়তারা শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের একটি চক্র সংশ্লিষ্টদের এ ব্যাপারে বিশেষ ছাড় দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঘুষ দিয়ে অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত করার ঘটনা ধরা পড়ার পর ২০১৩ সালে ওই ২৭৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বাতিল করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা দায়ের করলে বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়। তবে এরই মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে লাখ লাখ টাকা অবৈধ লেনদেনের বিনিময়ে আবার এমপিও করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

নতুন এই উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমদ। সভা সূত্রে জানা যায়, যাঁরা সহকারী প্রধান শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেয়ে এমপিওভুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের এমপিও ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সংখ্যা ২০ জনের মতো হতে পারে। এ ছাড়া সভায় ২৭৩ জনের মধ্যে অন্তত ২০০ জনকে কিভাবে এমপিও ফিরিয়ে দেওয়া যায় সে ব্যাপারেও প্রস্তাব তোলেন মাউশির এক কর্মকর্তা। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

মাউশি সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ওই ঘটনায় দুদকের দায়ের করা মামলাটি এখনো চলমান। তবে ওই ঘটনায় মাউশির কর্মকর্তারা নিজেদের দোষ লুকাতে সব অপরাধ চাপিয়ে দেন কম্পিউটার সেকশন বা ইএমআই সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর। অথচ মাউশির পরিচালকসহ শাখার অন্য কর্মকর্তাদের অনুমোদন ছাড়া কোনো ফাইল ইএমআই সেলে যাওয়ার সুযোগ নেই। ঘটনা জানাজানি হলে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াস হোসেন তাঁর অফিসকক্ষে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও সেই শিক্ষক-কর্মচারীদের ডেকে এমপিও বাতিল করেছিলেন। একই সঙ্গে গ্রহণ করা টাকাও বিভিন্নভাবে ফেরত দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত হয়, ওই ২৭৩ জন যেন কোনো দিন অন্য কোনোভাবে এমপিওভুক্ত না হতে পারেন। মাউশির এমপিওসংশ্লিষ্ট সবার হাতে ওই তালিকা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। এত কিছুর পরও আবার এমপিও ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।